Te Aka Matua o te Ture
Law Commission

Pipiri | June 2026
Te Whanganui-a-Tara, Aotearoa
Wellington, New Zealand

Hara ngākau kino | Review of hate crime law

Report summary — Bengali

নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় আইনটি কীভাবে বিদ্বেষজনিত অপরাধের প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত

আমরা যা পেয়েছি

বর্তমান আইনের অধীনে, যদি কোনও অপরাধী একটি গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতার কারণে অপরাধ করে, তবে তাদের সাজা দেওয়ার সময় আদালত তা বিবেচনা করে। এই পর্যালোচনাটি বিবেচনা করেছে যে বর্তমান আইনটি ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রতি পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানায় কিনা অথবা পরিবর্তনাদি আনয়ন করা উচিত কিনা, যেমনঃ নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধসমূহ তৈরি করা।

আমরা দেখেছি যে বর্তমান আইনটি কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে।

- বিচারকদের জনসাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক নয় (যেমন তাদের সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে) যে কোনও একটি অপরাধ একটি ঘৃণাজনিত অপরাধ ছিল এবং তা এটিকে আরও গুরুতর করে তোলে।
- যখন কোনও আদালত দেখতে পায় যে কোনও অপরাধ একদল লোকের প্রতি শত্রুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তখন সেই অনুসন্ধানটি নিয়মতান্ত্রিক এবং এক্সেসযোগ্য উপায়ে রেকর্ড করা হয় না।
- আদালত অবগত যে কোনও অপরাধ একদল লোকের প্রতি হয়ত শত্রুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাদের সিদ্ধান্তসমূহে এটি তারা বিবেচনা করেন তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও স্পষ্ট প্রক্রিয়া নেই।

নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধসমূহ তৈরি করার পরিবর্তে, আমরা মনে করি এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বর্তমান আইনটি উন্নত করা আরও ভাল পদক্ষেপ।

আমাদের প্রতিবেদনে, আমরা কোনও অপরাধীর শত্রুভাবাপন্ন প্রেরণা বরাবর আদালত দ্বারা যেনো চিহ্নিত এবং বিবেচনা করা হয়, সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে সম্বোধন করা হয় এবং পদ্ধতিগতভাবে রেকর্ড করা হয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য সুপারিশ করি।

আমরা নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধ তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছি না। আমরা মনে করি না যে এটি আমরা চিহ্নিত করা সমস্যাগুলির সমাধান করবে এবং আমরা মনে করি এটি প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হবে।

কেন এই পর্যালোচনা হয়েছিল

2024 সালের মার্চ মাসে, সরকার Te Aka Matua o te Ture | Law Commission-কে বলেছিল নিউজিল্যান্ডের আওটেরোয়া (Aotearoa) আইন কীভাবে ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রতিক্রিয়া জানায় তা পর্যালোচনা করার জন্য - অপরাধ যা তারা কে (উদাহরণস্বরূপ, তাদের জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন অভিমুখীতা বা অক্ষমতা) সে কারণে একটি গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সরকার আমাদের নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধ তৈরি করার জন্য আইনটি পরিবর্তন করা উচিত কিনা তা দেখতে বলেছিল।

এই অনুরোধটি 2019 সালে ক্রাইস্টচার্চ মসজিদাইনে (মুসলিম উপাসনালয়) সন্ত্রাসী হামলার পরে হয়েছিল। এই আক্রমণটি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল, যা সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল, এবং বৃহত্তর জাতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই আক্রমণটি বিচার ব্যবস্থা ঘৃণাজনিত অপরাধকে পর্যাপ্তভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রতিক্রিয়া জানায় কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এই হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারি বলেছে যে আইনটি ঘৃণাজনিত অপরাধের গুরুতরতা আরও স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় অপরাধ রোধ করতে হবে। এটি সুপারিশ করেছিল যে নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধসমূহ তৈরি করা উচিত।

ঘৃণাজনিত অপরাধ কি?

আমরা 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' বিশেষ শব্দগুলি এমন একটি কাজকে বোঝাতে ব্যবহার করি যা ইতোমধ্যে একটি অপরাধ এবং যা একটি ভাগ করে নেওয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত লোকদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে শত্রুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে জাতি, ধর্ম, যৌন অভিমুখীতা, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স বা অক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এগুলোকে বলা হয় 'সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্য'।

কিছু উদাহরণ হতে পারে:

- ধর্মের কারণে কাউকে লক্ষ্য করে হামলা;
- যৌন অভিমুখীতার কারণে কাউকে লক্ষ্য করে হুমকি বা হয়রানি; এবং
- জাতিগত কারণে একটি সম্প্রদায়ের দিকে পরিচালিত গ্রাফিতি ভাঙচুর।

'ঘৃণা' ও 'বৈরিতা'

যদিও 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' একটি সাধারণ ব্যবহৃত শব্দ, এবং এটি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত রেফারেন্স এবং আমাদের পর্যালোচনার শিরোনামে প্রদর্শিত হয়, এটি নিউজিল্যান্ডের আইনে ব্যবহৃত হয় না। পরিবর্তে, আইনটি এমন অপরাধকে বোঝায় যা একদল লোকের প্রতি 'বৈরিতার' করার কারণে সংঘটিত হয়। এই কারণে, আমাদের প্রতিবেদনে অপরাধীর প্রেরণা উল্লেখ করার সময় আমরা 'বৈরিতা' শব্দটি ব্যবহার করি। এই পর্যালোচনাতে আমরা যে ধরনের অপরাধের বিষয়ে উদ্বিগ্ন তা বর্ণনা করার জন্য সাধারণ অর্থে 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' শব্দটি ব্যবহার করি।

বর্তমানে আইন যা করে

নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় আমরা ঘৃণাজনিত অপরাধ আইনের 'শাস্তি বৃদ্ধির মডেল' ব্যবহার করি।

এর অর্থ হলো আদালত কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া কাউকে সাজা দেওয়ার সময় বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণাকে একটি উত্তেজক কারণ হিসাবে বিবেচনা করে। এটি আরও গুরুতর শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এর অর্থ হতে পারে অপরাধীকে কারাগারে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। উত্তেজক ফ্যাক্টরটি যেকোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

আওতেরোয়া নিউজিল্যান্ডে নির্দিষ্ট ঘৃণাজনিত অপরাধের অপরাধ নেই। কোনও অপরাধ শত্রুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তা পরিবর্তন করে না। উদাহরণস্বরূপ, বর্ণবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি আক্রমণকে আক্রমণ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে সাজা দেওয়ার সময় বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণা বিবেচনা করা হয়।

এই পর্যালোচনাটি কী সম্পর্কে

এই পর্যালোচনার মূল প্রশ্নটি ছিল আওটেরোয়া নিউজিল্যান্ডের আইনে নির্দিষ্ট ঘৃণাজনিত অপরাধসমূহ থাকা উচিত কিনা (শাস্তি বৃদ্ধির মডেলের পাশাপাশি বা পরিবর্তে)।

আমাদের পর্যালোচনা এমন কোনও কাজকে অবৈধ করা হবে কিনা তা বিবেচনা করা হয়নি যা ইতোমধ্যে অপরাধ নয়। এটি বিবেচনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে ফৌজদারি আইন ইতোমধ্যে অবৈধ এমন কাজগুলির সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত যখন সেগুলি বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং গ্রাফিতি ভাঙচুরের মতো অপরাধ ইতোমধ্যে অপরাধ।

আমাদের পর্যালোচনায় ঘৃণামূলক বক্তব্য আইন বিবেচনা করা হয়নি। ঘৃণামূলক বক্তব্য বলতে আমরা এমন বক্তব্য বা অভিব্যক্তি বোঝাই যা একদল লোকের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ দেখায়। কনসালট্যাশনের সময়, বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী বলেছে যে ঘৃণাজনিত অপরাধের চেয়ে ঘৃণামূলক বক্তব্য অনেক সম্প্রদায়ের কাছে বেশি উদ্বেগের বিষয়। এর কারণ তারা বেশি বেশি এটির সম্মুখীন হন এবং এটি যে আঘাত এবং ভয় সৃষ্টি করতে পারে তার কারণে। অন্যান্য জমাদানকারীরা আমাদের বলেছিলেন যে ঘৃণামূলক বক্তব্য আইন অযৌক্তিকভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করবে। আমরা এই জমাদানকারীদের স্বীকৃতি দিচ্ছি। তথাপি, ঘৃণামূলক বক্তব্য আইনগুলি দেখার বা সুপারিশ করা আমাদের পর্যালোচনার আওতার বাইরে ছিল।

ঘৃণাজনিত অপরাধের ক্ষেত্রে আরও ভাল প্রতিক্রিয়া জানাতে আইন কী করতে পারে তার মধ্যে আমাদের পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ। আমরা জানি যে ঘৃণাজনিত অপরাধ এবং এর ফলে যে ক্ষতি হয় তা হ্রাস করার জন্য সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, শিক্ষা এবং সহায়তা পরিষেবাগুলি সহ ফৌজদারি আইনের বাইরে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

ঘৃণাজনিত অপরাধকে অন্যান্য অপরাধ থেকে কি আলাদা করে তোলে?

ঘৃণাজনিত অপরাধ এমন উপায়ে ক্ষতি করে যা তাৎক্ষনিক ভুক্তভোগীকেও ছাড়িয়ে যায়। কারণ ঘৃণাজনিত অপরাধ মানুষকে টার্গেট করে কারণ তারা কে। ঘৃণাজনিত অপরাধের কারণে সৃষ্ট কিছু ধরনের ক্ষতি হলো:

- **ভুক্তভোগীর** (শিকার**গ্রস্ত ব্যক্তির) ক্ষতি।** ভুক্তভোগীরা প্রায়শই গভীর মানসিক ক্ষতি অনুভব করেন কারণ তারা কে তার জন্য তারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। এটি দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ এবং ভয় তৈরি করতে পারে।
- **কমিউনিটির ক্ষতি।** যেহেতু ঘৃণাজনিত অপরাধ তাদের পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে মানুষকে লক্ষ্য করে, এটি পুরো সম্প্রদায়ের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করে যে তারা নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় নিরাপদ বা স্বাগত নন। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা হুমকি, দুর্বল, ক্ষুব্ধ এবং উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন। তারা জনজীবন থেকে সরে আসতে পারেন বা তাদের পরিচয়, সংস্কৃতি বা বিশ্বাস প্রকাশ করতে অনিরাপদ বোধ করতে পারেন।
- **সমাজের ক্ষতি।** ঘৃণাজনিত অপরাধ সম্প্রদায়গুলিকে বিভক্ত করতে পারে, সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করতে পারে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা দুর্বল করতে পারে।

তাদের পরিচয়ের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীদের লক্ষ্যবস্তু করে, ঘৃণাজনিত অপরাধের অপরাধীরা সমতা, সহনশীলতা এবং মানবিক মর্যাদার মতো অনেক নিউজিল্যান্ডবাসীর দ্বারা ভাগ করা গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধকে হ্রাস করে।

এই কারণে, আওতেরোয়া নিউজিল্যান্ড, অন্যান্য অনেক দেশের মতো, শত্রুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় এমন অনুরূপ অপরাধের চেয়ে ঘৃণাজনিত অপরাধকে আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

বিচার ব্যবস্থার উচিত অপরাধীদের বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত অপরাধের জন্য জবাবদিহি করা, জনগণকে একটি স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করা যে ঘৃণাজনিত অপরাধ গ্রহণযোগ্য নয়, ঘৃণাজনিত অপরাধের ঘটনা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলিকে আশ্বস্ত করা উচিত যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। আমরা এগুলিকে ঘৃণাজনিত অপরাধ আইন দ্বারা অর্জন করা উচিত এমন লক্ষ্য হিসাবে দেখি।

নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়ায় ঘৃণাজনিত অপরাধ সম্পর্কে আমরা যা জানি

তথ্য-উপাত্ত অসম্পূর্ণ, কিন্তু আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তা দেখায় যে এই দেশে ঘৃণাজনিত অপরাধ ঘটে।

পুলিশ 2019 সালে রিপোর্ট করা ঘৃণাজনিত অপরাধগুলি পদ্ধতিগতভাবে রেকর্ড করা শুরু করে। রেকর্ডগুলি দেখায় যে:

- রিপোর্টকৃত ঘৃণাজনিত অপরাধ সমস্ত রিপোর্ট করা অপরাধের প্রায় ০.৪ শতাংশ; এবং
- ঘৃণাজনিত অপরাধের রিপোর্ট (অভিযোগ) 2021 সালে প্রায় 3,452টি ঘটনা থেকে বেড়ে 2025 সালে 5,918টি হয়েছে। এটি আরও অপরাধের পরিবর্তে উন্নত রিপোর্টিং প্রক্রিয়াগুলি প্রতিফলিত করতে পারে।

কথিত অপরাধের সর্বাধিক সাধারণ ধরনগুলি হলো:

- হয়রানি এবং হুমকিমূলক আচরণ;
- পাবলিক ডিসঅর্ডার (জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ);
- হামলা; এবং
- সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি।

বেশিরভাগ রিপোর্ট করা ঘটনাগুলি জাতি বা সাম্প্রদায়িক উৎসের ভিত্তিতে বিদ্বেষের সাথে জড়িত, তারপরে রয়েছে যৌন অভিমুখীতা এবং ধর্ম।

পুলিশের রেকর্ডে পুরো চিত্র দেওয়া হয়নি। জরিপ এবং এই পর্যালোচনার কনসালট্যাশনের সময় আমাদের যা বলা হয়েছিল তা ইঙ্গিত দেয় যে অনেক ঘৃণাজনিত অপরাধের ঘটনা রিপোর্ট করা হয় না।

আমরা কোন সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছি?

আমরা দেখেছি যে বর্তমান আইনে কিছু সমস্যা রয়েছে।

- বিচারকদের জনসাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক নয় (যেমন তাদের সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে) যে কোনও একটি অপরাধ একটি ঘৃণাজনিত অপরাধ ছিল এবং তা এটিকে আরও গুরুতর করে তোলে। এর অর্থ ঘৃণাজনিত অপরাধগুলি ধারাবাহিকভাবে নিন্দা করা যাবে না।
- যখন কোনও আদালত দেখতে পায় যে কোনও অপরাধ একদল লোকের প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তখন সেই অনুসন্ধানটি নিয়মতান্ত্রিক এবং এক্সেসযোগ্য উপায়ে রেকর্ড করা হয় না। এটি আদালত, নিউজিল্যান্ড পুলিশ এবং সংশোধন বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশনস) অপরাধীর সাথে যথাযথভাবে আচরণ করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। বিচার ব্যবস্থা ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করাও কঠিন করে তোলে।
- আদালত অবগত যে একটি অপরাধ একদল লোকের প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং তাদের সিদ্ধান্তে এটি বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও স্পষ্ট প্রক্রিয়া নেই। এর অর্থ হতে পারে যে কিছু অপরাধীকে সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহির হাওলাধীন করা হয় না অথবা আরও অপরাধ রোধ করার সুযোগগুলি মিস করা হয়েছে।

আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যাইহোক, ঘৃণা অপরাধ মোকাবেলার জন্য তাদের মৌলিকভাবে আলাদা আইনি মডেলের প্রয়োজন হয় না। পরিবর্তে, বিদ্যমান বাক্য বৃদ্ধির মডেলে লক্ষ্যযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে তাদের সমাধান করা যেতে পারে।

কেন আমরা ঘৃণাজনিত অপরাধসমূ তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছি না

আমরা বিবেচনা করেছি যে আওটেরোয়া নিউজিল্যান্ডের বিদ্যমান অপরাধের বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত প্রকারগুলির জন্য নতুন, পৃথক ফৌজদারি অপরাধ তৈরি করা উচিত কিনা – উদাহরণস্বরূপ, বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত আক্রমণ।

এই পদ্ধতিটি ইতোমধ্যে কিছু দেশে বিদ্যমান এবং ক্রাইস্টচার্চ সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতির পক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে একটি হলো এটি স্পষ্টভাবে ঘৃণাজনিত অপরাধের নির্দিষ্ট প্রকৃতিকে অন্যান্য অপরাধের থেকে আলাদা হিসাবে আইনে স্বীকৃতি দেয় এবং নামকরণ করে।

আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমরা যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছি তা সমাধান করার এবং ঘৃণাজনিত অপরাধগুলি বাস্তবে যেভাবে মোকাবেলা করা হয় তা উন্নত করার জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর উপায় হবে না।

নতুন অপরাধ তৈরি করার কিছু সুবিধা থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ঘৃণাজনিত অপরাধের রেকর্ডিং এবং নিন্দা উন্নত করা যেখানে অপরাধীর বিরুদ্ধে ঘৃণাজনিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু, বিদেশী অভিজ্ঞতা এবং প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি যে নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধের অপরাধগুলি অনুশীলনে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করা হবে না। প্রসিকিউটররা কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান অপরাধের সাথে লোকদের অভিযুক্ত করতে পারেন (যেমন বিদ্বেষ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের পরিবর্তে আক্রমণ) কারণ এই অপরাধগুলি প্রমাণ করা সহজ হবে এবং অভিযুক্তরা তাদের কাছে দোষ স্বীকার করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। যেখানে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণাজনিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, জুরিরা অপরাধীকে কলঙ্কিত করার উদ্বেগের কারণে প্রমাণগুলি সমর্থন করলেও দোষী সাব্যস্ত করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। এই বিষয়গুলি বর্তমান আইনের সাথে আমরা যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছি তা সমাধান করার জন্য ঘৃণাজনিত অপরাধের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে।

ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রবর্তনও নতুন সমস্যা তৈরি করবে।

- **আদালতের মামলাগুলি দীর্ঘ এবং আরও জটিল করে তুলবে।** প্রসিকিউটরদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য একটি বিচারে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণা প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে এবং মামলাগুলি আদালতের মধ্য দিয়ে যেতে আরও বেশি সময় নিতে পারে। অভিযুক্তদের দোষ স্বীকার করার সম্ভাবনাও কম হবে, যার ফলে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিচার হবে।
- **কিছু ক্ষেত্রে বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণাকে মোটেও সম্বোধন করা হয় না**। উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রসিকিউটররা ধারাবাহিকভাবে নতুন ঘৃণাজনিত অপরাধের ব্যাপারে লোকদের অভিযুক্ত করার সম্ভাবনা নেই এবং যেখানে তারা করেন, জুরিরা দোষী সাব্যস্ত করতে অনিচ্ছুক হতে পারেন। যদি অপরাধীর বিরুদ্ধে বিদ্যমান অপরাধের অভিযোগ আনা হয় বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণা মোটেও বিবেচনায় নেওয়া হবে না।
- **ভুক্তভোগীদের ওপর বোঝা বাড়ানো**। যদি কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ঘৃণাজনিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়, তবে সম্ভবত ভুক্তভোগীকে বিচারে কথিত বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণার প্রমাণ দিতে হবে। এটি ভুক্তভোগীর জন্য বেদনাদায়ক এবং আঘাতের কারণ হতে পারে।
- **আইনকে কম নমনীয় এবং ভবিষ্যত-প্রমাণ করবে।** ঘৃণাজনিত অপরাধের অপরাধগুলি প্রায়শই নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধ এবং নির্দিষ্ট সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই অপরাধের আওতার বাইরে পড়া অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত অপরাধকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে। নতুন ধরনের ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রতিক্রিয়া জানাতে আইনে পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

- **ফৌজদারি আইনের সমন্বয় কমিয়ে আনবে।** বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণাকে অন্যান্য উত্তেজক কারণগুলির চেয়ে আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে যা কেবল সাজা দেওয়ার সময় বিবেচনা করা হয় (উদাহরণস্বরূপ, যদি ভুক্তভোগী বিশেষত দুর্বল হয়)। অন্যান্য কারণগুলি কেইসের উপর নির্ভর করে বিদ্বেষপূর্ণ প্রেরণার মতো গুরুত্বপূর্ণ বা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

আমরা উপসংহারে পৌঁছেছি যে লক্ষ্যযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান সাজা বৃদ্ধি মডেলকে শক্তিশালী করা আরও ভাল পদ্ধতি।

বর্তমান আইন জোরদার করা: আমাদের সুপারিশমালা

আমরা মনে করি যে বর্তমান আইনি মডেল – সাজা বৃদ্ধির মডেল - সঠিক পদ্ধতি। তথাপি, বিচার ব্যবস্থা দ্বারা বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত অপরাধ ধারাবাহিকভাবে সনাক্ত করা, রেকর্ড করা এবং সম্বোধন করা নিশ্চিত করার জন্য কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তনগুলি পুলিশ এবং সংশোধনকে ঘৃণাজনিত অপরাধের অপরাধীদের যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে এবং ঘৃণাজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহায়তা করবে।

বিদ্বেষ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধের জন্য একটি আদালতের ফ্লাগ তৈরি করুন

আমরা আদালতের রেকর্ড সিস্টেমে ঘৃণাজনিত অপরাধের ফ্লাগ তৈরি করার পরামর্শ দিই। এটি বিচারকদের সতর্ক করবে যে কোনও অপরাধ বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। সাজা দেওয়ার সময়, বিচারক উপস্থাপিত প্রমাণের উপর সিদ্ধান্ত নেবেন যে অপরাধটি আসলে বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল কিনা এবং যদি এটি হয় তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি রেকর্ড করতে হবে।

এই আনুষ্ঠানিক রেকর্ডের অর্থ হলো একই অপরাধীর সাথে জড়িত ভবিষ্যতের যে কোনও মামলায়, আদালত তাদের পূর্ববর্তী বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। এটি অপরাধীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা বা কীভাবে তাদের সাজা দেওয়া হবে তা প্রভাবিত করতে পারে। আমরা আরও সুপারিশ করছি যে আদালতের রেকর্ডটি পুলিশ এবং সংশোধনের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এটি সেই সংস্থাগুলিকে আচরণের নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে এবং আরও বিদ্বেষ-অনুপ্রাণিত অপরাধের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ সতর্কতা দেওয়ার পরিবর্তে আবার অপরাধ করলে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সংশোধনগুলি অপরাধীকে যথাযথ পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং অপরাধী দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন কোনও কর্মী সদস্য বা অন্যান্য বন্দীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

আদালতের ফ্লাগ জাতীয় তথ্যের উন্নতি করবে, ঘৃণাজনিত অপরাধের প্রতি বিচার ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের সুযোগ দেবে। এটি সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাকে সমর্থন করবে। আমরা সুপারিশ করছি যে এই তথ্যটি বিচার মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রকাশ করা উচিত এবং পুলিশ রিপোর্ট করা ঘৃণাজনিত অপরাধের উপর সংগৃহীত ডেটা প্রকাশ করে।

বিচারকদের সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তে শত্রুতা তথা বিদ্বেষ স্পষ্টভাবে সম্বোধন করতে হবে

আমরা সুপারিশ করি যে বিচারকদের তাদের সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা উচিত যখন তারা দেখতে পান যে বিদ্বেষ একটি অনুপ্রেরণামূলক কারণ ছিল।

এটি ভুক্তভোগী এবং শিকারগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলিকে আশ্বস্ত করতে সহায়তা করবে যে তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি জনগণকে একটি বার্তা দেবে যে ঘৃণাজনিত অপরাধ অগ্রহণযোগ্য এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাকে সমর্থন করবে।

শত্রুতা (বিদ্বেষ) বৃদ্ধিকারী ফ্যাক্টরটি পরিষ্কার এবং শক্তিশালী করুন

এর প্রভাব স্পষ্ট করার জন্য আমরা বিদ্যমান বিদ্বেষ বৃদ্ধিকারী ফ্যাক্টরের শব্দগুলিতে কিছু পরিবর্তনও সুপারিশ করি।

আমরা এই প্রয়োজনীয়তা অপসারণের পরামর্শ দিচ্ছি যে একজন অপরাধীকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে একজন ভুক্তভোগীর একটি সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে উত্তেজক ফ্যাক্টরটি প্রয়োগ করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ভুক্তভোগীকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে, তবে তাদের সদস্যপদ নয়, লক্ষ্যযুক্ত গ্রুপের (যেমন ট্রান্সজেন্ডার যত্ন প্রদানকারী একজন ডাক্তার) বা একজন নিরীহ দর্শক। অপরাধটি এখনও এমন একদল লোকের প্রতি শত্রুতা (বিদ্বেষ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে যাদের একটি স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আমরা উত্তেজক ফ্যাক্টরে সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকায় 'যৌনতা' যুক্ত করার পরামর্শ দিই। এটি নিশ্চিত করবে যে আইনটি স্পষ্ট যে মহিলাদের প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত অপরাধকে ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

দিকনির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন পরিবর্তনকে সমর্থন করুন

আমরা পুলিশ কর্মকর্তা এবং প্রসিকিউটরদের জন্য গাইডেন্স এবং প্রশিক্ষণের সুপারিশ করি যাতে তারা আমাদের পর্যালোচনার ফলে আইনে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য।

আইনে যে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে বিচারকদের জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের বিকাশের বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।

এরপর কি ঘটবে

আমরা একটি স্বাধীন ক্রাউন সত্তা। আমাদের ভূমিকা হলো নিউজিল্যান্ডের আইন পর্যালোচনা করা এবং এটি উন্নত করার জন্য সরকারকে সুপারিশ করা। আইন কমিশনের আইন সংশোধন বা নীতিমালা প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নেই।

আমাদের সুপারিশ এবং সেগুলির কারণগুলি সরকারকে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকার আমাদের পরামর্শ বিবেচনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে যে আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে কিনা।

Te Aka Matua o te Ture
Law Commission

Address: Level 9, Solnet House, 70 The Terrace, Wellington 6011

Postal: PO Box 2590, Wellington 6140

Telephone: 0800 832 526

Email: com@lawcom.govt.nz